পড়ে আছি
(একটি অবিন্যস্ত পদ্যকথিকা)
খন্দকার জাহিদ হাসান

পড়ে আছি গংগার কূলে
চৈত্রের সূর্যোদয় হতে।
বৈশাখী তান্ডব বিদায় নিলো লীলাশেষে
ছিঁড়ে গেল অবশেষে সুহাসিনী নর্তকীর উদভ্রান্ত নূপুর~
শিহরন আমরণ রইলো না আর শিহরন।
আমি কিন্তু বেঁচে গেলাম
ছন্দবিহীন সাম্রাজ্যের মুকূটহীন হলাম সম্রাট
হলাম কবি, হলাম শিল্পী
ভাদরের চিল-দুপুরে একদিন রবীন্দ্রনাথ
উঁকি দিলেন আমার কলমের ডগায়,
অতঃপর ভুরু কুঁচ্‌কে দাড়ি কামাতে চলে গেলেন
সুন্দরবনের গহিন অরণ্যে।

পড়ে আছি ক্যাংগারুর দেশে
শতাব্দীর সূর্যোদয় হতে।
বসন্তের ফিকে জোছনায়
শেষাবধি শ্রান্ত নর্তকী আবার পায়ে বেঁধে নিলো নূপুর~
শিহরন আমরণ রইলো না আর শিহরন।
আমি কিন্তু মরে গেলাম
একপেশে ছন্দের ভীষণ দাবানলে আটকা পড়ে
বেঘোরে হলো আমার মরণ
মাঝরাতে কবিগুরু ফিরে এলেন গীটার হাতে এবার
‘বাছা তুই শুয়ে আছিস্ নিঝুম এই কবরে!?
তাই আজ দিলাম তোকে আমার স্নেহের নিশারে।’
এই বলে হ্যাট মাথায় তিনি
চলে গেলেন হাওয়া খেতে সিডনীর হারবারে।
সেই হতে রয়ে গেল নিশা নামের মেয়েটি
কেতকী-নয়নে তার বারো মাস ঝরিয়ে অশ্রু
আমাকে সে বাঁচাতে চেয়েছে বহুবার!

পড়ে আছি অর্বাচীন গ্রহে
আদ্যিকালের সূর্যোদয় হতে।
হরপ্পার কংকাবতী কলসী-কাঁখে
উড়াচ্ছিলো মেঠোপথের ধূলো
দৈত্য-দানব সশব্দে পিছু নিলো তার
অবশেষে হিরোশিমায় ধরা খেলো সুন্দরী
টুইন টাওয়ারের মত লুটিয়ে পড়লো
তার সেই হিরণ্য তনু ~
শিহরন আমরণ রইলো না আর শিহরন।
আমি কিন্তু বেঁচে উঠলাম ফের
জলতরংগ-কণ্ঠে কন্যা শুধালো আমায়ঃ
‘এখন একটু ভালো লাগছে কি?’

পড়ে আছি অভিশপ্ত নীহারিকা পুঞ্জে
সুপ্রাচীন সূর্যোদয় হতে।
আমার মস্তিষ্কে আড্ডা জমালো ভন্ড
আমার লাংগুল হতে গজালো গোক্ষুর
আমার আংগুল হতে জন্মালো ভিক্ষুক
আমার দু'চোখ হতে বেরুলো তস্কর,
কংকাবতীর কেশ হতে গজালো উদ্ভিদ
প্রিয়ার গালের তিল দিলো ভরসা
নিশার নিঃশ্বাস হতে এলো সভ্যতা
প্রেয়সীর লাল শাড়ী পেলো পূর্ণতা।

পড়ে আছি আজও তাই বিচ্ছিন্ন এই মহাবিশ্বে
বুকে নিয়ে ঋতুজিত আগ্নেয়গিরি।

পড়ে আছি, পড়ে আছি, পড়ে আছি.....

সিডনী,
২৫/০৫/২০০৮।